Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion: 41:46 min
ID: IDI_AMR102_HH_R_ 22 May 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	35	Class-VIII	Caregiver	10000	No	80 Year-male	Banglai	Total=4; Child-2, Children's mother (Res.), Father-in-law

প্রশ্নর্কতা:আইডিআই উইথ....., অংশগ্রহণকারীর নিজগ্রাম । ক্রাইটেরিয়া ওল্ডার পিপল। এজ ৮০ । তো খালা একটু আপনার সাথে কথা বলা শুরু করি।

উত্তরদাতা:আচ্ছা।

প্রশ্নর্কতা:আমি ইয়েটা এখান দিয়ে রাখি। তাহলে আপনার, প্রথমে একটু আমি আপনার কাছে জানবো। সেটা হচ্ছে যে, আপনারা পরিবারে কে কে একসাথে কতজন আছেন? কারা কারা খাওয়া দাওয়া করেন? আপনার পরিবারের সদস্য?

উত্তরদাতা:আমার এক ছেলে আছে, দুটি মেয়ে আছে, শ্বশুর আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মেয়ের কথা বলছেন। মেয়ে কি একটা বিয়ে দিয়ে দিছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। একটি বিয়ে দিছি।

প্রশ্নর্কতা:আর শ্বশুরের বয়স কত?

উত্তরদাতা:সত্তর।

প্রশ্নর্কতা:সত্তর বছর। আপনার গবাদি পশু, গৃহপালিত কোন প্রানী আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা আছে।

প্রশ্নর্কতা:কি আছে?

উত্তরদাতা:দুইটা গরু আছে। চারটা মুরগী আছে।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা দেখাশুনা করে কে?

উত্তরদাতা:এগুলা আমি দেখাশুনা করি।

প্রশ্নর্কতা:আপনি দেখাশুনা করেন? তো আপা, আপনার ঘরের. আপনার ঘর তো টিনের তৈরী?

উত্তরদাতা:হ্যা। টিনের তৈরী।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ইয়ে তো আঙ্কেল তো কোন দেশে থাকে, কি বললেন এটা?

উত্তরদাতা:সৌদি আরব।

প্রশ্নর্কতা: সৌদি আরব থাকে। কি অবস্থা এমনে আপনার মাসিক আয় রোজগার কেমন? কেমন টাকা পয়সা পাঠায়, কি অবস্থা?

উত্তরদাতা:পাঠায় আল্লাহর রহমতে। কোন মতে ---২:০০

প্রশ্নর্কতা:কত পাঠায় একটু বলেন তো। মাসিক ইনকাম কত, আমরা যদি হিসাব করি, চিন্তা করি।

উত্তরদাতা:মাসে দশ হাজারের মতো পাঠায়।

প্রশ্নর্কতা:দশ হাজার। আচ্ছা। আপনার ঘরে কি ধরনের জিনিসপাতি আছে?

উত্তরদাতা:ছিমছাম আছে। অতো নাই, এতোও নাই। মোটামুটি।

প্রশ্নর্কতা:কি আছে বলেন তো। ফ্রিজ ট্রিজ আছে নাকি।

উত্তরদাতা:না ফ্রিজ নাই।

প্রশ্নর্কতা:কি আছে?

উত্তরদাতা:একটা শোকেস আছে। একটা ওয়ারড্রোব আছে। একটা ড্রেসিং টেবিল আছে। একটা খাট আছে, একটা আলনা আছে।

প্রশ্নর্কতা:যাই হোক, আমি এখন একটু জানবো যে আল্লাহর রহমতে পরিবারের সবাই তো সুস্থ আছে, তাইনা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কেউ কি এমন আছে যে প্রায় অসুস্থ আছে।

উত্তরদাতা:একটি আছে। তবু এটি ডাক্তাররার মেনে নেয়না। একটা অসুখ আছে। একটা ছোট মেয়ের। এগার বছরের। এটা আমরা ঐযে পাহাড়ি এলাকার। সবাই বলে গুনারি বাতাস লাগেনা? এটা ডাক্তাররা বোঝেনা। যে গুনারি বাতাস টাতাস , এটা কোন কিছু না। পরে ডাক্তারের কাছে নিলাম। ডাক্তার ঔষধ দিলো দুই পদের। ঐ ঔষধে কোন কাজ হয়তেছেনা। আবার ঐযে আবার পরে ওরা অনেক কথা বললো। হাসপাতালে , পাশের এক শহরের হাসপাতালে। যে গুনারি বাতাস টাতাস কোনকিছু লাগে নাই। এগুলা ডাক্তারে চিকিৎসা করলে এটা ঠিক হয়ে যাবে। পরে ঐখান থেকে ভিটামিন দিছে, ক্যালসিয়ামের ঔষধ দিছে। তারপরও ঐটা ব্যথাটা যায়তেছেনা, পায়ের ব্যথাটা।

প্রশ্নর্কতা:গুনারি বাতাস বলতে আপনারা কি বলেন?

উত্তরদাতা:যেমন রাতের বেলা মেয়ে নিয়ে শুয়ে রইলাম আমি। শুয়ে থাকার পরে বিছানা থেকে উঠতে পারেনা। বলতাছে যে মা, আমার টয়লেট আসছে, পস্রাব আসছে। আমি কিভাবে যাবো বাইরে। ক্যঅন, তুমি আসো। কয়, না, আমি পায়ের ব্যথায় যে উঠতেই পারছিনা। পরে এমনি করতে করতে রাত পোহায়ে গেছেগা। পরে সকাল হয়ছে। সকালে আমি পাতাড়ি কইরা, মনে করেন এগার বছরের মাইয়া, এমনি কইরা নিয়া তাকে পায়খানা করাইলাম, পস্রাব করাইলাম। পরে করানোর পরে এখন মনে করেন ডাক্তাররা তো এই ধরনের চিকিৎসা করেনা বলে। পরে একটা কবিরাজ আনলাম। কবিরাজ এনে চিকিৎসা করলাম। তিনদিন লাগলো সারতে। ঝাড়াপুছা করলো। পরে সাইরা গেছেগা আল্লাহর রহমতে। সারার পরে ঐ ব্যথাটা এখনো রয়ে গেছে। রয়ে যাওয়ার পরে পাশের এক শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেলাম দুই দিন। দুইবার। নিয়ে যাওয়ারপরে ঐ ঔষধগুলো খাওয়াইছি। তারপরেও যায়তেছেনা ব্যথাটা। মানে এক সাইডে ব্যথাটা।

প্রশ্নর্কতা তো পাশের এক শহরের হাসপাতালে নিছেন, উনারা কি বলে, এটা কি

উত্তরদাতা:উনারা বলে এটা ক্যালসিয়ামের অভাব। উনারা বলে ক্যালসিয়ামের অভাব। এই ক্যালসিয়ামের, আমি ডিম খাওয়াইতেছি, দুধ খাওয়াইতেছি তারপর শাকসবজি খাওয়াইতেছি মিডিয়াম মতো আল্লাহর রহমতে যা খাওয়াইতেছি , ঐডা তো আমার গায়ে লাগতেছে। তারপরও আমার ব্যথাটা যায়তেছেনা ক্যান, এইডার লাইগা আমার একটু দু:খ লাগে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা হলো, এগার বছরের যে মেয়েটা আছে, তার?

উত্তরদাতা:হ্যা। ক্লাস ফাইভে পড়তেছে। রোল নং- তিন।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি প্রায় মানে সবসময়

উত্তরদাতা:সবসময়। যেমন কাপড় যেরকম চিপড়ায়, ঐরকম চিপড়ায় দেওন লাগে। ঘুমালেও চিপড়ায় দেওন লাগে। যত হাঁটাহাঁটি করতেছে, দশ মিনিট হাঁটবো, পাঁচ মিনিট হাঁটবো, এই মনে করেন এরকম চিপড়ান লাগবো।

প্রশ্নর্কতা:হাটু কিভাবে চিপড়ান তাহলে?

উত্তরদাতা:মানে যে এভাবে মোচড়ামোচড়ি করে।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা, ম্যাসেজ করে দিতে হয়। এটা কি বন্ধ হয়ে যায়?

উত্তরদাতা:ঐখানে কামড়ায় বলে। হাড়ের ভিতরে।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনারা কোথায় নিছেন তাকে?

উত্তরদাতা: পাশের এক শহরের হাসপাতালে।

প্রশ্নর্কতা: পাশের এক শহরের হাসপাতালে। হাসপাতালে বলছে ক্যালসিয়ামের অভাব।

উত্তরদাতা:হ্যা। দুইবার নিছি, দুইবারই ক্যালসিয়ামের ঔষধ দিছে। পরে হেগো কাছে আমি একটু খোলামেলা বলতে চাই। রক্ত পরীক্ষা করেনা। পস্রাবও পরীক্ষা করেনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি কি বলেন আর তারা কি করে?

উত্তরদাতা:এরা কয় ক্যালসিয়ামের অভাবে। পরে আমি আবার একটা কবিরাজ ধরছি। এখন কবিরাজের চিকিৎসাটাও দেখি এখন আল্লাহর রহমতে, একটা ধরছি যেমন ঐটা আমার হোয়া মাইয়া গাড়া কইরা দিছে, বুইঝেন কথাটা। শুয়ে থাকছে, উঠা হয় নাই। কোন হাত পা নাড়াচাড়া করে নাই। এরকম ফুইলা গেছিল ব্যথার চোটে। যেমন এখানে যে পিপঁড়াটা বয়বো, তাও ঐ মেয়েটা বাছ

পায়ছে যে আমার এই জায়গাটায় পিপঁড়াটা বয়ছে। ব্যথার চোটে এরকম হয়। পরে এখন ঐটা ঠিক হয়ছে। ঠিক হওয়ার পরে এখন একটু হাঁটাহাঁটি করে,একটু ইয়ে করে। ঐ কবিরাজের চিকিৎসার পরে এখন তো এইযে এক বছরের মাথায় আবার হেই ব্যথাটা দেখা দিছে। আস্তে আস্তে বড় হয়তেছে। আস্তে আস্তে ব্যথাটা বেশী দেখা দিতেছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এই ব্যথাটা কতদিন থাকে, কিভাবে হয়, কখন হয়?

উত্তরদাতা:রেগুলার থাকে বেশীরভাগই। যেমন এখন স্কুলে যে ক্লাসটা করবার নিছে, বেঞ্চিতে বইসা ছাত্ররে, স্যারেরা রির্পোট দেয়, আপনার মেয়ে তো ভালো মেয়ে। এখন আপনি তো এই জায়গায় ঐ জায়গায় নিয়ে যে চিকিৎসা করবেন, তা তো করতে পারবেন না। পরীক্ষা দিছে, রোল নং তিন হয়ছে আল্লাহ দিলে। এবং মার্কস দেখে কয় বৃত্তি পাওয়ার চান্স আছে। পরে এটা বললো। পরে কয় কি, আপনি নিয়ে আপনি রিগুলার থাকা পারবেননা। আপনি নিয়া যায়বেন। পরে মোটর সাইকেল নিয়ে অনেক দূর যায়তে হয়। ঐখানে ঝাইড়া ঝাইড়া আনাইছি ফকিরের কাছে। বিকালে যেমন থাকলে সকাল বিকালে ঝাড়া দিবো আর না থাকার কারনে একটা করে ঝাড়া দিয়ে আনছি , বিকালে শুধু। ঐযে স্কুল কামাই যায়, এটার জন্য মনে করেন একটু কষ্টে আছি মেয়েটা নিয়া।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে একটা হচ্ছে ফকির বা কবিরাজের কাছে যাচ্ছেন আর একটা হচ্ছে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি নিজে কোনটাকে বেশী পছন্দ করতেছেন?

উত্তরদাতা:অহন আপনি বুইঝেন কথাটা। এরে নিয়ে গেলাম দুইবার। হেই ঔষধে তো আমার কোন কাজই হয়তেছেনা। আবার মনে করেন যে আমার মাইয়া যে মইরা গেছিল গা, হেই ফুইলা টুইলা গেছিল গা, ফকিরে যে ঝাড়া পুছি করলো, তো হেই ঝাড়ার চোটেই তো আমার মাইয়াটা সাইরা গেল গা। অহন কোনটা কমু, কন? তো ফকিরেরটা ধরন লাগবো না আমার? আর ডাক্তারগো কাছে গেলে তো ডাক্তাররা দেয়। হেই ঔষধ নিয়মিত খাওয়াইতেছি। আবার দ্বিতীয়বারও যায়তেছি। তারপর হেই ঔষধে দেখি কোন কাজ হয়তেছেনা। ওর সমান মেয়ে মনে করেন বিয়ের নাক হয়ে গেছে। এত ভারী হয়ে গেছেগা। আর ও রয়ে গেছে, এগার বছরের মেয়ে এগার বছরের মতোই রয়ে গেছে। ভারী হয় নাই। তো এটার জন্য আমি একটু দু:খে আছি।

প্রশ্নর্কতা:আর ঐযে মুরব্বীর কথা। মুরব্বী তো আপনার শ্বশুর।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো উনার কথা বললেন। উনার কি অবস্থা?

উত্তরদাতা:উনি আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছে। আল্লাহ দিলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তারবাদে হলো মসজিদে যাওয়া আসা করে। উনি তেমন কোন সমস্যা হয়তেছেনা।

প্রশ্নর্কতা:এইযে আপনার মেয়ে অসুস্থ আছে বা এই সময় দেখাশুনা করে কে? ওকে দেখাশুনা করে কে?

উত্তরদাতা:দেখাশুনা এহন বর্তমান সময়ে আল্লাহর রহমতে আমি দেখতেছি। এহন আমি যখন বাড়িতে আছি, ওর বাবায় টাকা পয়সা যা দেয়, যে এখানে লাগতেছে ,দিতাছে। আরকি।

প্রশ্নর্কতা:এইযে ওর অসুখ. ওর নামটা জানি কি মেয়ের

উত্তরদাতা:..... ।

প্রশ্নর্কতা:.... যে অসুস্থতাটা হয় এটা মানে দিনের বেলা বা কখন হয়? এজন্য কি কোন সময় আপনার কাজের কামাই মানে ক্ষতি হয় কিনা।

উত্তরদাতা:আমার ক্ষতি হয় কিনা?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। কাজের কোন ক্ষতি হয় কিনা, ডিস্টার্ব হয় কিনা?

উত্তরদাতা:না। ঐরকম আমার এতটুকু ক্ষতি হয়না।

প্রশ্নর্কতা কেমন?

উত্তরদাতা:কেমন যেমন এই যে আমি এখন সকালে মেয়ে উইঠা পড়বার বয়লো। নিজেই পড়বো, নিজেই পাও টিপায়বো। নিজেই পড়বো, নিজেই পা টিপবো। আবার কত সময় ঐ রাতের বেলায় ডাকবো। সন্ধ্যার সময় যখন একটু ঘরে যাবো, মা আমার পা টা একটু টিপে দাও, একটু টাইনা দাও। একটু এটা কইরা দাও। অতটুকু ক্ষতি আমার হয়তেছেনা আল্লাহর রহমতে।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি আপনার দৈনন্দিন কাজ করতে পারেন?

উত্তরদাতা:পারি।

প্রশ্নর্কতা:এজন্য তাকে এক্সট্রা কোন সময় দিতে হয়না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:মানে সেগুলো সে নিজে করতে পারে?

উত্তরদাতা:নিজে করতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনার পরিবারে এমন কিছু হয় কিনা যার জন্য তাকে দেখা দেখা যাচ্ছে যে অতিরিক্ত সময়টা আপনাকে এখানে দিতে হয় দেখাশুনার জন্য

উত্তরদাতা:না। ঐরকম সময় দিতে হয়না।

প্রশ্নর্কতা:আপনার শ্বশুরের জন্য কখনো এরকম দিতে হয়ছে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে আপনার পরিবারের যদি কেউ অসুস্থ হয়, একটা বরলেন ..... কথা। তার এরকম একটা পায়ে একটা ব্যথা আছে বা শরীরে একটা ব্যথা আছে। সেটা। এছাড়া অন্য কারো আর কোন অসুস্থতা আছে কিনা।

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:অন্য কোন অসুস্থতা নাই। তো আচ্ছা, এখন আমি আপনার কাছে একটু জানবো। আপনি বলছিলেন যে পাশের এক শহরের হাসপাতাল যান বা কবিরাজের কাছে যাচ্ছেন। তাইনা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:..... কথা টা যদি আমরা একটু আলাদা করি, যেহেতু সে আসলে এটা হাড়ের ব্যথার কথা বলছেন। এটা হতে পারে কোন কারনে। এছাড়া অন্য কোন অসুস্থতা জ্বর, সর্দি থাকেনা মানুষের।১০:০০

উত্তরদাতা:হ্যা, অবশ্যই থাকে।

প্রশ্নর্কতা তো এগুলার জন্য আপনারা কোথায় যান? কি করেন?

উত্তরদাতা:বাহিরে যে ডাক্তার আছে, বাজারে মনে করেন একটু নাপা খেলাম বা এরকম একটু ইয়ে খেলাম। অতো বড় ধরনের ঠান্ডা লাগে নাই কারো আল্লাহর রহমতে। একটু সিরাপ খেলাম।

প্রশ্নর্কতা:এই সিরাপ, নাপা এগুলো কোথা থেকে খান?

উত্তরদাতা:এটা বাজারে ডাক্তারের কাছে এনে খাই। অনেক ডাক্তার আছে তো।

প্রশ্নর্কতা:এরা কি ধরনের ডাক্তার? একটু বলেন। মানে আমরা কি করি, একজন পরিবারের কেউ যদি অসুস্থ হয়, আপনারা কি করেন? কার কাছে যান, কোথায় যান, কি করেন সেখানে, কি দেয়, একটু বলেন আমাদেরকে।

উত্তরদাতা:ডাক্তার তো এখন অনেকটি আছে। অনেকটি ফার্মেসির দোকান খুইলা খুইলা বয়ছে। কোনটার কথা কমু, কোনটার কাছে

প্রশ্নর্কতা:আপনারা কার কাছে যান?

উত্তরদাতা:আমরা বাজারে যার কাছে সুযোগ পাই তার কাছে কিনে আনি। কমু না যে হের কাছে, খালি একজনের কাছেই যাই। এরকম করে আনি।

প্রশ্নর্কতা:এরকম করে আনেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে এদের কাছে আনেন, এদের কি কোন ট্রেনিং আছে কোন এদের প্রশিক্ষন আছে, এরকম কিছু জানেন?

উত্তরদাতা:না এরকম কিছু জানিনা। আমাগো ঔষধের দরকার, আমরা খালি ঔষধ আনি। যা পাই তাই খাই। আল্লাহর রহমতে ঐটা সাইরা যায়গা।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে ঔষধ আনবেন, বা আনা লাগে কারো জন্য এই সিদ্ধান্তটা কে নেয় পরিবারের?

উত্তরদাতা:নিজেই, যদি পোলাপাইনের হয়, তাহলে নিজেই যাই। নিজেই যায়য়া পোলাপাইনের ঠান্ডা লাগলো বা রোগী নিয়ে যাই সাথে কইরা যেগুলা ঠান্ডা লাগছে। ডাক্তার দেইখা দেয়। এরকম।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি নিজে নিয়ে যান?

উত্তরদাতা:হ্যা, নিজে নিয়ে যাই আমি।

প্রশ্নর্কতা:আর আপনার ক্ষেত্রে হলে?

উত্তরদাতা:আমার কিছু হলে আল্লাহর রহমতে বাড়ির পাশেই তো বাজার, আস্তে আস্তে যায়তে পারি আল্লাহর রহমতে। ঐরকম হয়নি আরকি কোন সিরিয়াসভাবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, ছেলেদের কথা বললেন, মেয়েদের কথা বললেন। বা আপনার শ্বশুর যদি অসুস্থ হয়, তাহলে আপনি নিয়ে যান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আপনার সাথে কি আর কেউ যায়?

উত্তরদাতা:যায়। ভাসুর আছে, পৃথক। হে যেমন অন্য জায়গায়, হে যায়। হে রে ফোন দিই। ফোন দিলে আসে। বা ঐরকম এহনো এতটুকু আমাগো ফ্যামিলির মধ্যে এতটুকু সিরিয়াস হয় নাই যে যেতে হবে। ইয়ে করতে হবে। আল্লাহর রহমতে সবাই সুস্থ আছি।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে আপা, ডাক্তারের কাছে যান, এখানে যান, কেন আপনি এই জায়গাগুলোতে যান, এটাতে, এখানে যান কেন?আপনার কাছে কি মনে হয়, কেন আপনারা

উত্তরদাতা:কোন জায়গায়, ডাক্তারের কাছে?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। এদের কাছে

উত্তরদাতা:তো কই যামু? যামুটা কই? বুঝেন নাই কথাটা। ডাক্তার তো আমাদের এগুলোর সাথে পরিচিত আছে বা এগুলোর সাথে ঔষধগুলো খেলে আল্লাহর রহমতে একটু কমে যায়গা। আর হেরকম হইতাম, তো আমরা একটু বাহিরে দৌড়াদৌড়ি করতাম যে অমুকখানে গেলে মনে হয় একটু ভালো হবে। ঐরকম তো আমরা তো সিরিয়াস পড়িও নাই, ঐরকম খোঁজাখুজি, খুঁজিও নাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনার পরিবারে যদি কেউ প্রথমে অসুস্থ হয়, আপনারা প্রথম কোথায় যান?

উত্তরদাতা:আগে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে যাই। কোন জায়গায় গেলে ভালো হবে।

প্রশ্নর্কতা:কার সাথে যোগাযোগ করেন, কোথায়?

উত্তরদাতা:বাড়ির পাশে বাজার আছে, বাজারে। ডাক্তার আছে, হেই ডাক্তারের সাথে। সরকারি ডাক্তারও আছে হসপিটালের, পাশের এক শহরে ট্রেনিং দিয়ে আসছে। ---হাসপাতালের ১৩:০০।... কইরা নাম। হে অনেক বছর ধরেই এখানে থাকবার নিছে। হিন্দু। ওর দুইটা ছেলে। হে দুইটা ছেলেও ডাক্তারই হয়ছে। হেগো সাথে পরিচয় আছে। যে পাশের এক শহরে যাই, ওরা ওই শহরে দোকান খুইলা নিছে। ঐখানে ওগো সাথেও সিরিয়াল যদি কেটে রাখতে কই, তো সিরিয়াল কেটে রাখে। এভাবে আমরা চলাফেরা করি আরকি।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে প্রথম কোন পরার্মশ দরকার হলে আপনি এদের কাছে যান, কারন কি?

উত্তরদাতা:কারন যদি এইযে বললেন, যে আমার ঠান্ডা লাগলো কিনা বা আমার এখানে ব্যথা করে কি কারনে বা আমার জ্বর আসলো, তার কারনটা কি। এটার জন্য বা অসুস্থ নাকি, শরীরটা দুর্বল লাগে ক্যান, এটা জানার জন্য যাই। হেরা আবার যে আমার কাছে এরকম ঔষধ নাই। তো আপনি অমুকখানে যান, এটা সমাধান হতে পারে। তো এটার জন্য যাই।

প্রশ্নর্কতা:এইযে ডাক্তারগুলোর কাছে যান, আপনার কাছাকাছি যারা আছে বলছিলেন, এরা কি আপনার পরিচিত ডাক্তার?

উত্তরদাতা:ওতো যেমন যাওয়া আসা করতে করতে পরিচিত হয়ে গেছে। এরকম পরিচিত ডাক্তার নাই।

প্রশ্নর্কতা:তো এদের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা কেন নিয়েছেন মানে কোন কারনে যে এদের কাছে গেলে আপনি কোন উপকার হবে বা কোন কিছু চিন্তা করে যান নাকি?

উত্তরদাতা:না। এরকম কোন চিন্তা করে যাই নাই। এরকম কোন চিন্তা করে যাই নাই।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন আপনার বাজারটা তো আপনাদের কাছেই?

উত্তরদাতা:হ্যা, কাছে। যায়তে কত, পনের মিনিট বা বিশ মিনিট, এরকম।

প্রশ্নর্কতা:মানে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে প্রথম আপনারা এখানে যান বলছেন, তাইনা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এদের কাছে কেন মানে সিদ্ধান্তটা কেন নেন, এদের কাছে গেলে কি উপকার হবে, কি লাভ হবে, এটা কিজন্য যান?

উত্তরদাতা:এরা যাই, এরা তো ডাক্তার, আর আমরা তো মনে করেন আজানা। এখন একটা জিনিস আমাগো চোখ থাকতেও আমরা বুঝতেছিনা। মানে এটা ডাক্তাররা অবশ্যই বুঝতেছে। এটার কারনে অমুকখানে যায়তে হয়বো। বা এটার জন্য এই ঔষধটা দিছে, খায়তে হয়বো। এটা জানার জন্য আমরা যাই।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে উনার কাছ থেকে পরার্মশ, পরামর্শের জন্য যান নাকি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: পরামর্শের জন্য যান।

উত্তরদাতা: পরামর্শ নেওয়ার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:আর সেক্ষেত্রে উনারা কি কোন ধরনের ঔষধ আপনাদের দেয় কিনা?

উত্তরদাতা:না। এরকম ঔষধ দেয়না। ওরা যে কইলাম ছোটখাটো অসুখ বিসুখ হয়লে দেয়, আর যদি দেখলো যে এটা এই রোগীটা আমি পারতেছিনা অথবা পাশের এক অন্য শহরে, পাশের এক শহরে যাও, বা ঢাকা যাও বা অন্য একটা জেলায় যাও। যেখানে যেখানে ভালো ভালো ডাক্তার আছে, ঐখানে যাও।

প্রশ্নর্কতা:ঐখানে এরা পাঠিয়ে দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা, পাঠিয়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, তো এইযে এদের কাছে যান, আপনি বলছেন ছোটখাটো অসুখ, ছোটখাটো অসুখ, কোন ধরনের অসুখের জন্য আপনারা যান?

উত্তরদাতা:যেমন একটু কাটলো, একটু সেলাই করে দিলো হালকা। আবার যেমন জ্বর আসলো, ঠান্ডা আসলো, সিরাপ দিলো, টেবলেট দিলো। বা মুখের রুচি নাই। দুর্বলতা হয়লো। একটা ভিটামিন ঔষধ দিলো। এইতো ছোটখাটো অসুখের জন্য যাই।

প্রশ্নর্কতা:তো এদের কাছে যান, এরা কি কোন ধরনের প্রেসক্রিপশন করে ঔষধ দেয় আপনাদেরকে?

উত্তরদাতা:না। এরকম তো দেয়না।

প্রশ্নর্কতা:কিরকম দেয় একটু বলেন তো।

উত্তরদাতা:এরা খালি ঔষধ লিখে দিয়ে দেয়। নিয়মিতভাবে খেতে কয়। এভাবে।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে লিখে?

উত্তরদাতা:যেমন এটা খায়বা দুইবেলা, এটা খায়বা তিন বেলা। এটা খায়বা এক বেলা। এটা খায়লে মুখের রুচি বাড়বো, শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবো। মাথায় -- দিবোনা, এরকম হিসাবে দেয়। আমরা হেরকম নিয়মিতভাবে খেয়ে যাই।

প্রশ্নর্কতা:নিয়মিতভাবে খান? তো এখানে যে এইযে দোকানগুলোতে এখানে যাওয়ার পরে আপনার খরচ কেমন আপনার আসা যাওয়ার যাতায়াত ব্যবস্থা কেমন, সুযোগ সুবিধা কেমন?

উত্তরদাতা:এইটুকুতে যাওয়াতে তেমন খরচ হয়না।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে?

উত্তরদাতা:বাড়ির পাশেই তো। পাও দিয়ে হেঁটে যেতে হয়, গাড়ি লাগেনা। গাড়ি ভাড়া লাগেনা। ডাক্তারের তেমন ভিজিট লাগেনা। এভাবেই।

প্রশ্নর্কতা:ভিজিট লাগেনা কেন?

উত্তরদাতা:কিজানি। এরা তো ভিজিট করেনা। ভিজিট লিখেনা। এরা হয়লো বাহিরের (বাইরের কেউ - এগুলা তো এমবিবিএস ডাক্তার না। এগুলা বাহিরের ছোটখাটো ডাক্তার)

প্রশ্নর্কতা:কি হয়ছে বলেন তো একটু।

উত্তরদাতা:আর কি বলুম, হয়লোই তো।

প্রশ্নর্কতা:না। ঠিক আছে। তো এদের কাছে যে যান, এই সিদ্ধান্তটা কেন নেন, এদের কাছে যাবেন, এই সিদ্ধান্তটা কেন নেন?

উত্তরদাতা:কিজানি, আর জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:না, তারপরও ধরেন, এরা বাড়ির কাছে, আপনাদের বাজার, এরা ফার্মেসি নিয়ে বসছে। আপনার কোন একটা অসুখ হয়ছে বা কোন একটা অসুস্থতা, বাসাতে হঠাৎ করে কেউ অসুস্থ হয়ে গেছে, আপনি তাহলে প্রথম মাথায় আসে, কোথায় যাবেন

উত্তরদাতা:প্রথম বাড়ির পাশে এই ডাক্তার আছে। ওগো কাছে যাওয়ার আমার একটু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নিই। আমি তো আর কিছু জানিনা। ডাক্তাররা কোন জায়গার কথা বলে, ঐ জায়গায় যাই। প্রথম বার এখানকার ডাক্তারের কথাই মনে পড়ে।

প্রশ্নর্কতা:তো এখানে গেলে কি করে, কি ধরনের ঔষধ দেয় এরা?

উত্তরদাতা:বললাম তো ঐ যে জ্বরের ভিটামিনের তারবাদে হলো সিরাপ, মুখের রুচি বাড়ার জন্য ,শরীর ঝিমঝিম করলে ভিটামিন এরকম কিছু লিখে। লিখলে দেয়, খাই। তারপর সুস্থ হই, আল্লাহ দিলে আবার ভালো হই। আবার যাই। এরকমভাবেই আছি।

প্রশ্নর্কতা:পরিবারের সর্বশেষ কে গেছেন এখানে এই ডাক্তারদের কাছে? কারে নিয়ে গেছিলেন?

উত্তরদাতা:যেমন আমি নিজেই গেছি।

প্রশ্নর্কতা:কি হয়ছিল আপনার?

উত্তরদাতা:শরীরে একটু দুর্বল, এই সামনে রমজান মাস আসতেছে, কইছিযে বেশী বেশী যাতে ভাত খেতে পারি। রোজা তো রাখার ইচ্ছা আছে আল্লাহর রহমতে। এটার জন্য যাই।

প্রশ্নর্কতা:কবে গেছিলেন এটা?

উত্তরদাতা:গেছি এক সপ্তাহ হয়।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে শরীরের দুর্বলতার জন্য আপনি গেছেন যে আপনার শরীর দুর্বল লাগছে।

উত্তরদাতা:আর বেশী বেশী ঘুম আসে।

প্রশ্নর্কতা: বেশী বেশী ঘুম আসে। আচ্ছা, তখন এরা কি ধরনের আপনাকে ঔষধ দিলো, কি বললো?

উত্তরদাতা:দিল ক্যালসিয়ামের দিছে, আর একটা টেবলেট দিছে এরকম , কি ঔষধ জানি বলে। অনেকটি দিছে আরকি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা কিভাবে খায়তে বলছে, নিয়ম টিয়ম বলছে?

উত্তরদাতা:হ্যা, বলছে।

প্রশ্নর্কতা:ঐ ঔষধগুলো কি বাসায় আছে এখন?

উত্তরদাতা:আছে।২০:০০

প্রশ্নর্কতা:আপা, এখন আমি একটু জানবো, এইযে আপনি কাঁটা ছেড়ার কথা বললেন, পরিবারের কেউ যদি জ্বর টর বা ডায়রিয়া হয় এরকম কারো হয়ছে কিছুদিনের মধ্যে , গত এক সপ্তাহ, পনের দিনের মধ্যে?

উত্তরদাতা:না। হয় নাই। পনের দিন কি এক বছরের মধ্যেও আল্লাহর রহমতে হয় নাই এরকম।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি এন্টিবায়োটিকের ব্যাপারে জানেন, এন্টিবায়োটিক কি? এটা

উত্তরদাতা:ব্যথার জন্য। হ্যা, জানি।

প্রশ্নর্কতা:কি, একটু বলেন তো?

উত্তরদাতা:মানে শরীরে যদি একটু ব্যথা ট্যথা থাকে, কাঁটা ছেড়া থাকে বা ঐটায় নাকি ঘাও টাও শুকিয়ে নিয়ে যায়। ব্যথাটা নিয়ে যায়। ঐটার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা কখনো খায়ছেন আপনারা? আপনাদের পরিবারের কাউকে দিয়েছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কাকে দিয়েছে, একটু বলেন তো।

উত্তরদাতা:আমার মেয়ে সিজার করে, বড় মেয়ের মেয়ে হয়ছে। এটার জন্য হে রে দিছে। এটার জন্য নিয়মিতভাবে খাওয়ায়তে দিছি। আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এন্টিবায়োটিক খাওয়ালে কি হয় বললেন, এন্টিবায়োটিক কি?

উত্তরদাতা: কাঁটা ছেড়া শুকায়ে যায়। ব্যথা , শরীরে ব্যথা ট্যথা থাকলেও ঐটা কমে যায়।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনি এন্টিবায়োটিক চিনেন?

উত্তরদাতা:হ্যা, চিনি।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক চিনেন? এটা শরীরে কিভাবে কাজ করে,এটা কি জানেন?

উত্তরদাতা:অতটুকু তো জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:না, যতটুকু জানেন, আপনি আপনার জায়গা থেকে , আমি আমার জায়গা থেকে আমরা যতটুকু জানি, আমরা এই বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই। এটা কিভাবে কাজ করে?

উত্তরদাতা:এটা অনেক কিছুই কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে একটু বলেন তো।

উত্তরদাতা:এটা যেমন বললামই তো। যে শরীরে যদি একটু ব্যথা থাকে, কাঁটা থাকলে ঐটা শুকিয়ে যায়। তার বাদে ব্যথা থাকলে ঐটা আল্লাহর রহমতে কমে যায়। তারপর শরীরের স্রতি একটু দুর্বলতা করে ব্যথাটায়।

প্রশ্নর্কতা:তো এগুলা কোথায় পান? এন্টিবায়োটিকগুলো কোথায় পান? কে দেয়?

উত্তরদাতা:এটা বাহিরের ডাক্তারে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: বাইরের ডাক্তার দেয়? বাইরের ডাক্তার বলতে একটু বুঝায়ে বলেন। মানে আপনি তো জানেন সবকিছু। আপনার মেয়ের সিজার হয়ছিল, এই সময় কে ছিল? সাথে কে ছিল?

উত্তরদাতা:আমি ছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:আপনি ছিলেন। তো আপনি তো সব জানেন। ঔষধ টৌষধ কিনছেন। একটু খোলামেলা কথা বলেন। তাহলে না আমরা কথা বলতে সুবিধা হয়বো। সব জানবো। আপনার কাছ থেকে যেটা জানবো, সেটা অন্য আর একজনের কাছ থেকে জানতে পারবোনা। যেহেতু আপনি আপনার নাতিনের খেদমত করছেন, নাতিনেরে কোলে নি নিছেন প্রথম, তাহলে আপনি ভালো জানেন। তো একটু আমাদের বলেন যে

উত্তরদাতা:আংকেল আমার কাজ খুবই। আবার মেয়ের কাছে যেতে হবে আমার। মেয়ে ক্লাসে দিছি না, ঐখানে যেতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, আমরা বেশীক্ষন নিবোনা। আমরা একটু তাহলে ইয়ে করি। তো আপনি এখন আমাকে বলেন যে এন্টিবায়োটিক এগুলা কোথা থেকে নেন মানে কোথা থেকে পান আপনারা?

উত্তরদাতা:ডাক্তারের কাছ থেকে আনি।

প্রশ্নর্কতা:ডাক্তারের কাছ থেকে আনেন? কিভাবে দেয় একটু বলেন তো।

উত্তরদাতা: পাশের এক শহর থেকে বা যেখানে সিজার করে বাচ্চা হয়ছে, ঐখান থেকে প্রেসক্রিপশন করে দিছে, প্রেসক্রিপশন নিয়ে দেখালে ডাক্তারে নিয়মিতভাবে ঔষধ দিবো আর বইলা দিবো যে এটা এভাবে খাওয়াবেন। এটার জন্য এটা কাজ হবে। এইটা বইলা দেয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা:তো এই প্রেসক্রিপশন নিয়ে কোথায় যান?

উত্তরদাতা:এটা বাহিরে ডাক্তারের কাছে যাই, বাজারে। আমাদের বাজার বাড়ির পাশে। ঐখানে যাই।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি প্রেসক্রিপশন নিয়ে যাওয়া লাগে নাকি এমনে গিয়ে মুখে বললে ওরা দিয়ে দেয়?

উত্তরদাতা:না, নিয়ে যেতে হয়। মুখে মুখে বললে দেয়না।

প্রশ্নর্কতা: মুখে মুখে বললে দেয়না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কি, কি হয়ছে একটু বলেন তো। মুখে মুখে বললে কেন দেয়না বা প্রেসক্রিপশন কেন লাগে?

উত্তরদাতা:যে মুখে মুখে বললে যে আমি কথাগুলো সিরিয়ালভাবে বলতে পারলাম কিনা, এলামেলো হলো কিনা, এটার কারনে দেয়না। কোনটা কোন ভাবে খাওয়াতে হবে, এটার জন্য মনে হয় দেয়না। আমি নিজে ভাবি আরকি। এটার জন্য প্রেসক্রিপশন নিয়ে যেতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি কখনো গিয়েছেন এরকম?

উত্তরদাতা:হ্যা, গিয়েছি।

প্রশ্নর্কতা: প্রেসক্রিপশন ছাড়া নাকি প্রেসক্রিপশন নিয়া?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন ছাড়াও গেছি।

প্রশ্নর্কতা:তো কি হয়ছিল একটু বলেন তো এটার ইয়েটা।

উত্তরদাতা:বললাম যে ঐযে আমার মেয়ের কথা বললাম, বলার পরে বলে কি মেয়ে নিয়ে আসতে হয়বো নয়তো প্রেসক্রিপশন কোন জায়গায় কইরা রাইখা ঐটা নিয়ে আসতে হয়বো। রোগী যে হে রোগীরে নিয়ে আসো গা। বা রোগীরে না নিয়ে আসলে , কোন জায়গায় যদি প্রেসক্রিপশন করে থাকো, তো হে প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসোগা। এটার জন্য জানতে পারলাম ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্নর্কতা:তখন এটা জানছেন যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া এরা ঔষধ দেয়না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি কি নির্দিষ্ট কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক পছন্দ করেন এই এন্টিবায়োটিক খেলে আপনার শরীরে কাজ হয় বা এজন্য আপনি এটাকে পছন্দ করেন বা অগ্রাধিকার দেন, এরকম কিছু?

উত্তরদাতা:হ্যা, পছন্দ করি তো।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা বলেন তো।

উত্তরদাতা:কোনটার কথা বললেন আপনি?

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক, ঐটা আমি পছন্দ করি। ঐটা আমার কাজে ইয়ে হয়ছে, উপকার হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা, কিরকম একটু বলেন। কোন গ্রুপের নাম জানেন? কোন এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:না। ঐগুলো আমি এতকিছু জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে তো এটা কিভাবে, আপনি তো জানেন ডাক্তাররা দিছে, এই এন্টিবায়োটিক কাজ হয়ছে, এটা আপনি জানেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তার ,মানে আপনার কোন পছন্দ আছে? তখন যদি পরবর্তীতে , আল্লাহ না করুক কোন সময় লাগে, বা তখন আপনি কি করেন? আপনি ঐটার কথা বলেন ডাক্তারকে নাকি কিভাবে বলেন একটু আমাকে খুইলা বলেন।

উত্তরদাতা:বলি ঐযে আগের খাপগুলো ঘরের ভিতরে এমন যত্ন করে রাখছি যে ভবিষ্যতে যদি লাগে, তো এগুলা আমি লইয়া যামু। ঐগুলা আমি যত্ন করে রাইখা দিছি আমার শোকেসের ভিতরে।

প্রশ্নর্কতা:কি করছেন একটু বলেন তো আবার।

উত্তরদাতা:ঔষধের খাপগুলো আছেনা, ঐগুলা আমি যত্ন কইরা রাইখা দিছি। যদি কোনদিন আমার প্রয়োজন পড়ে, আমি নিয়া যামু যে আমার মেয়েরে এই সমস্যার জন্য এগুলা খাওয়াইছিলাম, এতে আবার এই ঔষধের মিলায়য়া মিলায়য়া খাওয়ায়বো। ঐরকম ঔষধ আমি খাপ রাইখা দিছি ঘরের ভিতরে।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি ডাক্তারকে বলবেন?

উত্তরদাতা:ডাক্তারকেই তো বলবো যদি আমার ঐরকম কোন সমস্যা হয়। আর কার কাছে বলবো?

প্রশ্নর্কতা:মানে কিজন্য ঐটায় বলবেন কেন, মানে যে ঔষধটার কথা, খাপটা কি ঔষধ সহ এখন আছে নাকি ঔষধ ছাড়া?

উত্তরদাতা:ঔষধও আছে। আবার খাপও রয়ছে। আবার ইনজেকশনও রয়ে গেছে। সবই রয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, এগুলা কি পরবর্তীতে খাওয়ানোর জন্য রাখছেন নাকি

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কিসের জন্য রাখছেন?

উত্তরদাতা:ঐযে আপনি বললেন, আমাকে প্রশ্ন করলেন যে আপনি কি নিজে মুখে গিয়া বললে কি এই ঔষধগুলোর নাম বলতে পারবেন? না, আমি ঐরকম হয়তো বলতে পারুম না। ঐডা আমি খাপ ভিতরে রেখে দিছি। ঐ খাপের সাথে ম্যাচ কইরা যে কোন দিন যদি ঐটার সঙ্গে ম্যাচ কইরা ঐগুলা খাওয়ামু।

প্রশ্নর্কতা:কারন কি? রাখার কারন কি?

উত্তরদাতা:রাখার কারন, যদি ভবিষ্যতে হয় এরকম,এটার জন্য।

প্রশ্নর্কতা: ভবিষ্যতে হয়, তার মানে কি আপনি এই ঔষধটা খেয়ে আপনি উপকার পাইছেন, বিষয়টা কি এরকম?

উত্তরদাতা:হ্যা, পাইছি।

প্রশ্নর্কতা:এজন্য আপনি রেখে দিছেন, এটা খায়ছেন। আর আপনার পরিবারের সদস্য যে অসুস্থ ছিল, সে ভালো হয়ে গেছে। বিষয়টা কি এরকম বলতেছিলেন।

উত্তরদাতা:হ্যা। এরকম উপকার পাইছি। বা আল্লাহর রহমতে এনে রেখেও দিছি।

প্রশ্নর্কতা:এজন্যই ঔষধটা খাবেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি ঔষধের খালি খ্যাপটা রেখে দিছেন যাতে পরবর্তীতে যদি তার আবার এটা দেখা দেয়, তাহলে তাকে এই ঔষধটা কিন্তু অন্য কোন ঔষধ যদি ডাক্তার দিতে চায়

উত্তরদাতা:তাহলে ঐযে যার কাছে সিজার করাইছি, ওর কাছেই যাবো। যে হের লগে তো আমি পরিচিতই আছি। হেগো কাছে যাবো যে এটা কি কারনে এরকম সমস্যা হলো।

প্রশ্নর্কতা:তো তাহলে এটা রাখছেন কেন?

উত্তরদাতা:রাইখা দিলাম এমনিই। বললাম যে বাহিরের কোন ডাক্তারের কাছে যেয়ে যদি এরকম ঔষধ না পাই, তো জায়গার মানুষ জায়গায় যামু।

প্রশ্নর্কতা: জায়গার মানুষ তো আপনি জায়গায় যাবেন। একটা হয়ছে যে, না, এখানে একটা বোঝার বিষয় হচ্ছে যে আপনার আমাদের সকলের জন্য। যে ধরেন আমরা আসলে কোন একটা জিনিসের প্রতি, যেমন আপনি

উত্তরদাতা:

প্রশ্নর্কতা:কি কোন বিশেষ পছন্দ আছে, এজন্য এটা রেখেছেন?

উত্তরদাতা:পছন্দই তো। মনে করেন এটা আমার কাজ হয়ছে। এটা আমি ঘরে রাখি, যে বলছেন। ভবিষ্যতে এরকম হবেনা, এটাতো। তার বাদে আমার মেয়েটা চলতেছে কেবল দুই মাস হয় নাই। বেশী দিন হয়ও নাই। যে এটা আমি রেখে দিলাম। ঐটা খাওয়ার শুরুতেই আছে। বর্তমানে এখন রাইখা দিই। এখন আমার ফেলানোর দরকার কি। বোঝেন নাই কথাটা? এভাবে রেখে দিছি। ঐটার ডেটও যায়তেছে গা না। এক বছর হয় নাই, দুই বছর হয় নাই। ছয়মাসও হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:রাখছেন কিভাবে, ঔষধগুলো তো ইয়ে দিছেনা, নির্দিষ্ট টাইম বা ডোজ, বলছেনা যে এতদিনে খাওয়াবেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনার রয়ে গেছে কেন?

উত্তরদাতা:রয়ে, এতটুকু রয় নাই তো। মানে একটা একটা রয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে একটা একটা থাকলো?

উত্তরদাতা:নিয়মিত ভাবে খাওয়ার পরে যেমন একটা রয়ে গেছে, যেমন তার আগেই আমি ঔষধ আইনা ফেলাইছি। এটার জন্য রয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি বেশী ঔষধ কিনে ফেলছেন? নাকি এটা রেখে দিছেন যে এটা খায়নি কোন কারনে, বাদ গেছে এজন্য আপনি রেখে দিছেন?

উত্তরদাতা:বাদ গেছে একটা।

প্রশ্নর্কতা:কি হয়ছিল, একটু বলেন আমাকে। তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। কারন হয়ছে একটা এন্টিবায়োটিক আমরা যে খাই, আমরা আসলে ঐ জায়গাটাতে আমরা জানার চেষ্টা করতেছি যে আমরা এন্টিবায়োটিক টা যে নিয়মটা মানি কিনা। কার কাছে যাই, সেই নিয়মটা মেনে যদি না খায়, তাহলে কি হয়, নিয়ম মেনে খেলে কি হয়, বুঝছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এই জায়গাটায়।

উত্তরদাতা:মেনে খেলে অনেক উপকার হয়। আর অমান্য খেলে মনে করেন সমস্যা হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে কি আপনার বাসায় কিছু ঔষধ রয়ে গেছে?

উত্তরদাতা:অতো কিছু রয় নাই। ।।ঐযে খাপ বলছি, ঐটা রয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:খাপের মধ্যে কয়টা ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:মনে হয় একটা আছে।

প্রশ্নর্কতা:একটা রয়ে গেছে? ঐটা রেখে দিছেন? নাকি ঐটা পরবর্তীতে আবার খাওয়াবেন এজন্য রাখছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে পরিবারের সর্বশেষ কাকে এন্টিবায়োটিক দিছেন বললেন?

উত্তরদাতা:আমার বড় মেয়েকে।

প্রশ্নর্কতা: বড় মেয়েকে? কয়টা দিছিল, কখন, কতগুলা দিছিল একটু বলেন তো। দিনে কয়টা করে খেতে বলছে?

উত্তরদাতা:দিনে দুই বেলা দিছিল ওরে। (বাইরের কেউ - প্রথম পনের দিন তিন বেলা দিছিল, তারপর পনের দিন দুই বেলা দিছিল)

প্রশ্নর্কতা:এই ঔষধগুলোর নাম জানেন? কোন কোম্পানির, কোন ঔষধ দিছে জানেন?

উত্তরদাতা:স্কয়ার কোম্পানির।

প্রশ্নর্কতা:স্কয়ারের নাম। ঔষধের নাম জানেন কিনা?

উত্তরদাতা:অনেকগুলা তো। অনেকগুলা দিছে। প্রেসক্রিপশন আছে।

প্রশ্নর্কতা:ে প্রসক্রিপশন আছে। না? আচ্ছা। তাহলে আমরা প্রেসক্রিপশনের একটা ছবি নিবো। কত টাকা লাগছিল এইযে ঔষধগুলা কিনতে?

উত্তরদাতা:ফার্স্টের বার লাগলো হয়লো দুই হাজার। তারপরে লাগলো দুই হাজার, সতের শ।

প্রশ্নর্কতা: সতের শ। তো মোট, আপনার কাছে কি মনে হয়, এগুলোর দাম কেমন মানে এখন যদি আপনি চিন্তা করেন যে এগুলো এই , দামের কথা যদি চিন্তা করেন।৩০:০০

উত্তরদাতা:হ্যা। যেমন আমার এখন আল্লাহর রহমতে আছে একটু। আমি ঐটারে কিছু মনে করতেছিনা। আর যাগো না আছে, তারা ঐটাকে মনে করেন অনেক কিছু মনে করতেছে। তো মনে করেন আল্লাহ দিলে আমার হালকা কিছু আছে, আমার অতোও নাই, এতও নাই। তবু এটুকু হিসাবে মনে করেন আমার দামটা বেশী নেয় নাই। আবার যাগো ঐযে বললাম, যাগো না আছে, ঐডা অনেক বেশী মনে করবো। যে দামটা মনে হয় বেশী নিয়ে গেলগা। বুঝছেন তো কথাটা?

প্রশ্নর্কতা:তার মানে এন্টিবায়োটিকের পরিমানটা বেশী নাকি একেকটা ঔষধের দাম বেশী? ঔষধগুলো কি দামী নাকি আমি ঐটা জানতে চাচ্ছি। এইযে এন্টিবায়োটিকগুলা আপনাকে দিয়েছে, সেগুলো কি অনেক মানে একেকটার দাম বেশী?

উত্তরদাতা:অনেকটি তো দিছে। অতোটুকু দাম না। দাম না।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে দাম না বলছেন। আবার যাদের

উত্তরদাতা:যাদের না আছে, তারা দামী মনে করবো। যেমন আমার কথা তো বলছি, আমার আল্লাহ দিলে আছে অহন। তবু অনেকের তো একেবারেই নেই। তাগো খায়তে খুব কষ্ট হবে না? তারা দশটাকাকে মনে করেন বিশ টাকা মনে কইরা নিবো। আর আমি বিশ টাকাকে বিশ টাকাই মনে করবার নিছে।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে ঔষধগুলো দিয়েছে, এগুলো কি যে , আপনার মেয়ের কথা বললেন। সে কি এগুলা খেয়ে মোটামুটি ভালো আছে? খুশি কিনা? এই ঔষধগুলো খেয়ে?

উত্তরদাতা:খুশি। আল্লাহর রহমতে খুশি।

প্রশ্নর্কতা:সবগুলা খায়ছে তো?

উত্তরদাতা:সবগুলাই খায়ছে।

প্রশ্নর্কতা:নাকি দুই একটা রয়ে গেছে?

উত্তরদাতা:না। তারপরও আমার একটু খাওযার আশা আছে যে মেয়ের শরীর স্বাস্থ তো ভালো না। অঅগে থেকেই এরকম। আবার মেয়ের যে আবার নাতিন হলো, আমার মেয়েটা কিভাবে এই পোলাপাইনটা কিভাবে মানুষ করবো, কিভাবে কি করবো। শরীরের সেরকম আয় ছায় নেই। তো এজন্য ডাক্তারগো কাছে বললাম, আমার মেয়েটা পরিস্থিতি তো এমনি সবদিকে তো ভালো। তবু আমার মেয়েটার জানি একটু স্বাস্থ্যটা বাইড়া উঠে। এটার জন্য একটু ভালো ভালো ঔষধ লেইখা দিন। তো লেইখা দিছে। এখন কোনটা লিইখা দিল, কোনটা না দিল। আমরা তো সিরিয়ালভাবে আল্লাহর রহমতে খাওয়ায়য়া গেছি। তারপরও মেয়েটা ঐভাবেই রয়ে গেল। এটার জন্য একটু আমার মনে একটু আফসোস

প্রশ্নর্কতা:মা' রা এরকমই হয়। মা' গোর টেনশন সারা জীবনই থাকবো। এটা হবে। কিন্তু সে সুস্থ আছে কিনা , এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ইর্ম্পট্যান্ট বিষয়।

উত্তরদাতা:হ্যা, আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছে।

প্রশ্নর্কতা:তো এখন তাহলে আল্লাহর রহমতে উনি সুস্থ আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। সুস্থ আছে।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু এমনে বলতেছেন শুকনা পাতলা।

উত্তরদাতা:হ্যা। শুকনা পাতলা।

প্রশ্নর্কতা:নাকি আপনার ঘরে ওর যে ঔষধগুলো দিয়েছে , সেগুলো কিছু অন্যদের জন্য ভবিষ্যতে লাগবো এই চিন্তা করে রাইখা টাইখা দিছেন, এরকম কোন কিছু হয়ছে?

উত্তরদাতা:না। ঐটা মনে কইরা না। এখন আল্লাহর রহমতে দুনিয়ার সবকিছু কম আর বেশী বুঝি। ঐরকম অবাঙালি মানুষ নেই এহন পৃথিবীর মধ্যে।

প্রশ্নর্কতা:তো ঐযে আপনি একটা কথা বলছিলেন যে মেয়াদ উত্তীর্নের তারিখের কথা বলছিলেন।মেয়াদ উত্তীর্নের তারিখ বলতে কি বোঝায়, আমরা কি বুঝি? মেয়াদের কথা বলছিলেন না যে, এটার মেয়াদ এখনো আছে, এরকম একটা কথা বলছিলেন ঔষধের। মেয়াদ

উত্তরদাতা:যেমন একটা ডেট থাকে। এটা যেমন দুই হাজার বা এটা তিন হাজার, এটা ছয় হাজার। এটা সাত হাজার , সেরকম একটা ডেট থাকেনা? ঐ ডেট তো রয়ে গেছে। ডেট ওভার হয়ে গেলে নাকি ঐটা খাওয়ালে নাকি ক্ষতি হয়। এটার জন্য বলছি আমি।

প্রশ্নর্কতা:যেট ওভার হলে তাহলে খাওয়া মানে ক্ষতি হয় শরীরের?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: মেয়াদ উত্তীর্নের তারিখ , তার মানে কি এই সর্ম্পকে আপনি সচেতন আছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। আল্লাহর রহমতে সচেতন আছি।

প্রশ্নর্কতা:মানে ডেট যদি এক্সপায়ার হয়ে যায়, তাহলে আপনি খাওয়াবেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা কি আপনি যখন ঔষধ কিনেন, তখন দেখে নেন?

উত্তরদাতা:আমি ঔষধ মনে করে না, আমি যেকোন কিছু কিনবো, ঐ ডেটটা আগে দেখে নিবো। মাথার তৈল কন, সাবান কন, খাবারের কোন কিছু যদি কিনবার যাই বাহিরে,তো আমি ঐটা দেখে নিই। দেইখা যদি দেখি যে কয় হাজার চলতেছে, বা এরকম এটা ওগো রিকোয়েস্ট করি। কয় ঠিক আছে। এটা আমি রাইখা দিই। তখন হেরা ফেরত নেয়। আমি যদি দেখি, দেইখা যদি হেগো বলি, পরে হেরা নিয়া অঅমারে আবার ডেটওয়ালাটাই দিয়া দেয়।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধের ক্ষেত্রেও কি আপনি এরকম করেন?

উত্তরদাতা: না। ঔষধের ক্ষেত্রেও যেমন করি। যে এটা ডাক্তারের প্রশ্ন করি। তবু আমি নিজে দেখিনা। অতো কিছু বুঝি নাই। তবু আমি ডাক্তারকে প্রশ্ন করি যে আছে নাকি নেই। ডেট ওভার হয়ে গেছে গা? কয়, না, ডেট আছে। পরে হেরা আবার বুঝায়য়া দিয়া দেয়। ডেট না থাকলে কি আমরা ওভার ডেট, ওভার ছাড়া কি আমরা ঔষধ বিক্রি করুম? বইলা দেয় আবার।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি জানেন এন্টিবায়োটিকের কথা বলছিলেন। এন্টিবায়োটিক কি কখনো মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতা:হ্যা, একটু ক্ষতি হয়।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে?

উত্তরদাতা:ক্ষতি হয়। ঐটা বেশীরভাগ খায়লে ঐটা নাকি শরীরে একটু ইয়ে হয়। দুর্বল হয়।

প্রশ্নর্কতা:বেশীরভাগ খায়লে মানে একটু যদি আমাকে ইয়ে করে বলেন, খোলামেলা করে বলেন যে মানে কি হয় এন্টিবায়োটিক খায়লে কি ক্ষতি হতে পারে? না, আপনি যেটা বলছেন, সেটা ঠিকই আছে। দুর্বল হয় বা দুর্বল লাগে এটা একটা বিষয়। মানে এন্টিবায়োটিক কি কখনো ক্ষতি করে মানুষের?

উত্তরদাতা: আমার যেটুকু প্রয়োজন ঐটুকু তো আমার খাওয়ার হেইটুকু আল্লাহর রহমতে হইলো। তার চেয়ে বেশীরভাগ খায়লে তো একটু ক্ষতি হতেই পারে।

প্রশ্নর্কতা:তখন কি হতে পারে? আপনি কিন্তু ঠিকমতোই বলতেছেন। এবং আপনি ভালোই বলছেন যে এন্টিবায়োটিক যদি আমরা ঠিকমতো না খাই

উত্তরদাতা:এত প্রশ্ন করলে কি আমি

প্রশ্নর্কতা:যাই হোক, তার মানে এন্টিবায়োটিক যদি আমরা নিয়মিত মানে না খাই তাহলে আপনি বলতেছেন, এটা ক্ষতি হতে পারে শরীরে? আচ্ছা এখন আমি একটু আপনার ঐযে গরু ছাগলের গবাদি পশু নিয়ে একটু কথা বলবো। আপনার কয়টা গরু ছাগল আছে বললেন?

উত্তরদাতা:দুইটা।

প্রশ্নর্কতা:দুইটা কি?

উত্তরদাতা:একটা গাই, একটা --৩৫:২৩

প্রশ্নর্কতা:একটা -- । গাই কি দুধ দেয়?

উত্তরদাতা:দুধ দিতো। এখন একটু থাইমা যায়তেছে।রমজান মাস আসতেছে। এক রমজানে বিয়ায়ছিল। আর দিত্বীয় রমজান আইসা পড়ছে।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে এটার ইয়ের সময় শেষ হয়ে গেছে, তাইনা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এজন্য কি কোন ধরনের ঔষধ টৌষধ খাওয়ায়ছেন মানে কোন ধরনের অসুস্থ হয়ছিল গরু?

উত্তরদাতা: না। আল্লাহর রহমতে তা হয়নি।

প্রশ্নর্কতা: কোন ধরনের অসুস্থ হয়নি?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা:তো যদি কোন ঔষধ লাগে, তখন এটা সিদ্ধান্ত নেয় কে ?

উত্তরদাতা: বাজারে ডাক্তার আছে।

প্রশ্নর্কতা:না। গরুর জন্য যে কোন ঔষধ লাগবে, সেটার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় কে?

উত্তরদাতা: সিদ্ধান্ত আমি নিই। এহন আমি যখন বাড়িতে আছি, এহন আমিই নিই বর্তমানে।

প্রশ্নর্কতা:আপনিই নেন? আপনি কি কখনো কোন ধরনের ঔষধ খাওয়ায়ছেন গরু ছাগলকে?

উত্তরদাতা:হ্যা। গরুকে এইযে এলার্জি উঠছিল তো পরে ইনজেকশন দিছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: ইনজেকশন দিছেন?

উত্তরদাতা:মানে এটা ডাক্তারে দিছে। এহন এটা এলার্জির জন্য দিছে

প্রশ্নর্কতা:কি করেন একটু বলেন তো। গরুর কোন অসুবিধা হলে তখন কি করেন? আচ্ছা, তাহলে কি ধরনের ঔষধ কি কখনো ঐযে কৃমির, কি হয়ছিল যেন

উত্তরদাতা:এলার্জি হয়ছিল।

প্রশ্নর্কতা:কি হয়ছিল একটু বলেন তো। তখন কি করেন, কার কাছে যান?

উত্তরদাতা:ডাক্তারের কাছে যাই। বাজারে আমাগো বাড়ির পাশেই পশু ডাক্তারের কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা:সে কি করে? আপনারা কি করেন, তাকে কিভাবে ডাকেন?

উত্তরদাতা: ফোন নাম্বার বাড়িতে রাইখা দিই। হে রে ফোন দিলে হে আসে ঔষধ পানি নিয়া। পরেও একটা ইনজেকশন দিয়ে যায়। গরু ভালো হইয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা:এরকম গরুকে কি কখনো এন্টিবায়োটিক দিছে, আপনি কি জানেন?

উত্তরদাতা:না। এরকম আমার হয় নাই। এরকম দেয়ও নাই।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে গরুর ঔষধটা যদি দরকার হয়, আপনি ফোন করেন। উনি নিয়া আসে। গরুর ডাক্তার নিয়া আসে? আচ্ছা, সে বসে কোথায়?

উত্তরদাতা: বসে ঐ গরু, বাহিরে জায়গা আছে, ঐখানে বসে।

প্রশ্নর্কতা:কোথায়, কোন বাজারে?

উত্তরদাতা: যেমন এইযে আপনি বাহিরে বসছেন।

প্রশ্নর্কতা:না, না। এমনে ডাক্তারটা কোথায় বসে?

উত্তরদাতা: বাজারে বসে।

প্রশ্নর্কতা:বাজারে বসে। তখন আপনারা ঐখান থেকে ঔষধ সেই নিয়ে আসে নাকি আপনারা গিয়ে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা:সেই নিয়ে আসে।

প্রশ্নর্কতা:সেই নিয়ে আসে? আপনারা গরুর ঔষধ কিনে আনেন না কখনো?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কখনো লিখে টিখে দেয়?

উত্তরদাতা:না। কখনো লিখে, ঐরকম সমস্যা হয়ও নাই, কখনো লিখে দেয়ও নাই।

প্রশ্নর্কতা:দেয় নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে একটা ইনজেকশনের কথা বললেন, সেই ইনজেকশনটা কি এন্টিবায়োটিক ছিল নাকি এমনে কিসের জন্য দিছিল?

উত্তরদাতা:এটা কইলো যে ইনজেকশন দিয়া থুয়ে গেলাম। আল্লাহর রহমতে ভালো হইয়া যায়বো। এখন কিসের জন্য দিছে এটাতো বলতে পারতেছিনা।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি ভালো হয়েছে আপনার গরু?

উত্তরদাতা:হ্যা, আল্লাহর রহমতে ভালো হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:কেন আপনি বলতে পারেন নাই কেন? আপনার গরুকে যে দিল, কি দিল না দিল

উত্তরদাতা:যেমন আপনার কাছে এইটুকু সময় দিছি, হের কাছে তো এতটুকু সময় দিই নাই। এজন্য বলতে পারি নাই। হের কাছে সময় দিতাম, হেও অবশ্যই বলতো। হেরেও আমি দুষতে পারিনা। হেরে যদি প্রশ্ন করতাম, তো সে অবশ্যই উত্তর দিতই।

প্রশ্নর্কতা:আর একটা জিনিস হচ্ছে আপা, বাড়িতে কি গরুর জন্য কোন ধরনের ঔষধ রাখছেন, তুলে রাখছেন?

উত্তরদাতা:না। আমি ঐরকম তুলে রাখি নাই।

প্রশ্নর্কতা:কোন ঔষধ তুলে রাখেন নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো গরুর ঔষধ লাগলে তখন কি করেন?

উত্তরদাতা:ঐযে বললাম ডাক্তারের নাম্বার রাখছি। ডাক্তাররে ফোন দিই। যে গরু এরকম করে ঐরকম করে। তো কেমনে কি করা যায়। তো আসেন, দেইখা যান। পরে সে দেইখাও যায়, ঔষধ দিয়াও যায়।

প্রশ্নর্কতা:মানে যখন দিয়া যায়, অতিরিক্ত কোন ঔষধ রয়ে যায় কিনা। রয়ে গেলে সেগুলা তুলে রাখেন কিনা যে আবার যদি কখনো হয়, তাহলে খাওয়ামু।

উত্তরদাতা:না। ঐটা ফেলে দিই। ঐটা না। ঐটা ফেলায়য়া দিই।

প্রশ্নর্কতা:তো মানুষেরটা তো রাখছিলেন? তাহলে গরুরটা রাখেন নাই ক্যান?

উত্তরদাতা:তাতো কথা ঠিকই। ঐটা তো রাখা হয় নাই। মানুষতো

প্রশ্নর্কতা:হ্যা, মানুষেরটা কেন রাখছিলেন?

উত্তরদাতা:মানুষের লাইগা বেশী মহব্বত লাগে, তাই।

প্রশ্নর্কতা:ভালোইতো। তারপরও মনে্রকেম আসেনা যে মানুষেরটা রাখছি, তাহলে গরুর টা কেন রাখলামনা?

উত্তরদাতা:তাতো অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা:মানুষেরটা কেন রাখছিলেন?

উত্তরদাতা: অনেক প্রশ্ন আসে অনেক জায়গায় বসলে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, তাহলে আর একটু শুনবো। আপনি কি এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স এই কথাটা শুনছেন কখনো?
এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স

উত্তরদাতা:না। এরকম কথা তো শুনি নাই। এরকম রোগী আমার হয়ও নাই। এরকম ডাক্তারের কাছে যাইও নাই। এরকম ঔষধের নাম শুনিও নাই।

প্রশ্নর্কতা:কোথাও থেকে শুনছিলেন? কোথাও থেকে এই ধরনের কথা শুনছিলেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:বা এটার কারনে কি ধরনের সমস্যা হয়, এরকম কখনো কিছু জানছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:জানেন নাই? আপনি কি এই বিষয়টা নিয়ে কখনো ভাবছেন যে এটা একটা আমাদের জন্য ক্ষতির কারন হতে পারে বা এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স যদি হয়ে যায়, তাহলে

উত্তরদাতা: না, না। এরকম ক্ষতি কারো শুনিও নাই বা ভাবিও নাই। বা জানতেও চাই নাই কারো কাছে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স, ঐযে আপনি একটা কথা বলতেছিলেন, যদি এন্টিবায়োটিক বেশী খায়, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কমে যাবে বা বেশী খেলে ক্ষতি হয়। যদি আপনি নিয়মিত ডোজ মেইনটেইন না করেন, তো সাধারনত ডাক্তারের কাছে গেলে তিনবেলা তিনটা খেতে বলছে আপনার মেয়েকে সিজারের জন্য। তখন হয়তোবা আপনি ঔষধগুলো মেইনটেইন করেছেন। যদি মেইনটেইন করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আচ্ছা, আপনার কি আমার কাছে আর কোন ধরনের প্রশ্ন আছে জানার জন্য?

উত্তরদাতা:প্রশ্ন তো থাকবোই। যেমন, এহন আমার তো সময় তো শেষ। ঐযে আমার নাতিন গোসল দেয়া লাগবে। আমার মেয়েটা ঐটা এহন কিভাবে, আপনারা তো আইছেন, কি করবানে, আমার মেয়েটা এহন কিভাবে ঠিক হয়বো? এটা ঠিক কইরা দিতে হয়বো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, আপনার মেয়ের যেটা হয়ছে, সেটা হচ্ছে

উত্তরদাতা:আপনি কইলেন ডাক্তার বিশ্বাস করলেন নাকি কবিরাজ বিশ্বাস করলেন, তো এটার মধ্যে তো আমি কবিরাজের কাছে গিয়াই আমি সুস্থ হইলাম। ডাক্তার তো খালি দুইবার গেলাম, দুইবারই খালি ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, এটা সেটা দিল। তারপরও আমার ব্যথাটা রয়েই গেল। তো এটা আমি কি বুঝুম? বুঝেন নাই কথাটা? আর ফকিরে তো আমার মেয়েটা একেবারে ঘরে পরে গেছিলগা। হেইডা একেবারে দাঁড়া করে দিল। হে এখন স্কুলে যাওয়া আসা করে। তবু ব্যথাটা ভিতরে যে একটু রয়ে গেছে, ঐটা তো ডাক্তারে এহন শেষ করতে পারে নাই। তো এটা আমার দু:খ রইলো না?

প্রশ্নর্কতা:আমার মনে হয় আপনার মেয়েটার যেটা, ঠিক আছে। আমরা এই বিষয়টা নিয়ে একটু আপনার সাথে কথা বলতেছি। আর এখানে আমি যে কথাগুলো বলেছি, এর ভিতরে যদি আপনার কোন কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আর নাহলে আমি এখন রেকর্ডার বন্ধ করে দিবো। আসসালামুআলাইকুম।